১৭

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 30 APR 199[illegible]
পৃঃ ১ কলাম ১

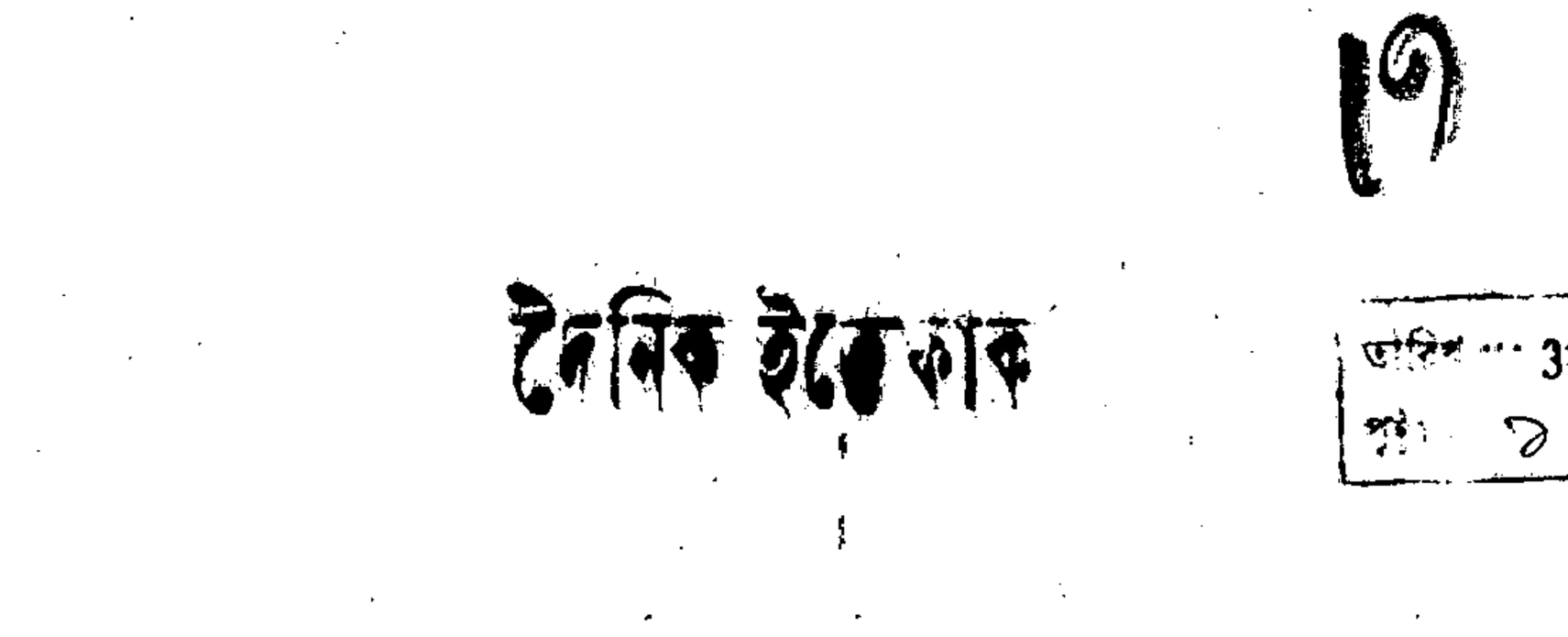

লক্ষীবাজারস্থ সেন্ট ফান্সিস জেভিয়ার্স স্কুলের সম্মুখে পুলিশ প্রহরা —ইত্তেফাক

লক্ষীবাজারে উত্তেজনা প্রশমনের প্রয়াস ॥ সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল বন্ধ ঘোষণা

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ লক্ষীবাজার এলাকায় উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা করা হইতেছে। সেন্ট ফান্সিস জেভিয়ার্স স্কুল অনির্দিষ্টকালের জন্য এবং সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুল ৩রা মে পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে। স্কুল ও চার্চ কর্তৃপক্ষ গত মঙ্গলবারের ঘটনা সম্পর্কে ইতিমধ্যে ইটালী, ফান্স, বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশকে অবহিত করিয়াছে।

গতকাল (বুধবার) সারাদিনই বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট দেশ সমূহের দূতাবাসের কর্মকর্তারা স্কুল সরজমিনে পরিদর্শন করিতে আসে। গতকাল লক্ষীবাজার এলাকায় সারাক্ষণ পুলিশ টহল দিয়াছে। পুলিশ ঘটনার সময় গ্রেফতারকৃত ৩৪ জনকে জেলহাজতে প্রেরণ করিয়াছে।

এদিকে গতকাল বিকালে শাহী মসজিদে অনুষ্ঠিত 'মসজিদ হেফাজত কমিটি'র এক বৈঠকে আগামী ৫ই মে

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৬-এর কঃ দ্রঃ)

লক্ষীবাজারে

(প্রথম পৃঃ পর)

বাহাদুর শাহ পার্কে মহাসমাবেশের আহ্বান জানানো হয়।

গতকাল সন্ধ্যার পর সোহরাওয়ার্দী কলেজে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, ওয়ার্ড কমিশনার এবং পুলিশ কর্মকর্তাদের এক বৈঠকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয় এবং সকল মহলকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আহ্বান জানানো হয়। গতকাল বিকালে আছরের পর শাহী মসজিদের ভিতরে আয়োজিত এক সভায় মওলানা আজিজুল হক সায়খুল হাদীসসহ কয়েকজন নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। বক্তারা উক্ত ভবনকে মসজিদের সম্পত্তি বলিয়া দাবী করেন।

উল্লেখ্য, ১৯১২ সনে প্রতিষ্ঠিত খ্রীষ্টান ক্যাথলিক ট্রাষ্টের অনুদানে পরিচালিত সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে অধ্যয়নরত অধিকাংশ শিক্ষার্থীই মুসলিম। এই স্কুলের মোট ১৯৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ৮৬ জন খ্রীষ্টান, ২৩৫ জন হিন্দু এবং অবশিষ্ট সকলেই মুসলমান। ঘটনা সম্পর্কে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার সহিত আলাপ করিলে তিনি বলেন, মূলতঃ ঘটনার দিন দুপুরে মসজিদ হইতে মাইকে ঘোষণার পরই এলাকার জনতা স্কুলের সম্মুখে জড়ো হইতে শুরু করে এবং এক পর্যায়ে স্কুলের অফিস ও ছাত্রী হোষ্টেলের উপর আক্রমণ করে। তিনি আরো জানান, গত বছর জুন মাসেও সম্পত্তি ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য তাহাকে হুমকি দিয়া বেনামে বহু চিঠি পাঠায় এবং সে সময় তাহার অফিস কক্ষে এক রাতে ডাকাতিও সংঘটিত হয়। শাহী মসজিদ কমিটির সভাপতি শহীদুল ইসলাম স্কুল তছনছের ঘটনার সহিত মসজিদ কমিটির সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার করিয়া বলেন, ঘটনার সময় তাহারা মাইকে উত্তেজিত জনতাকে শান্ত থাকার পরামর্শ দিয়া বলিয়াছেন, স্কুল কর্তৃপক্ষের সহিত বিষয়টি নিয়া তাহাদের আলোচনা চলিতেছে। ইহার পরই তাহাদের 'খ্রীষ্টানদের দালাল' বলিয়া গালি দিয়া উত্তেজিত তরুণরা মসজিদের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া স্কুলের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়ে। তিনি এই ঘটনার সহিত একটি 'সুযোগ সন্ধানী' চক্রের সম্পৃক্ততা থাকিতে পারে বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করেন।

লক্ষীবাজার এলাকায় খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের স্কুল ও চার্চে ভাংচুরের নিন্দা এবং জড়িতদের শাস্তি দাবী করিয়া বিভিন্ন সংগঠন বিবৃতি দিয়াছে। বিবৃতিদানকারী সংগঠনসমূহ হইতেছে বাংলাদেশ খ্রীষ্টান লীগ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, বাংলাদেশ ছাত্রযুব ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ ও বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি।

এদিকে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন এক বিবৃতিতে মসজিদে হামলার প্রতিবাদে নিন্দা জানাইয়াছে এবং আগামী ২রা মে পল্টন ময়দানে এক জনসভা আহ্বান করিয়াছে।